বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব রিয়াজুল ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষের বিনিময়ে নিকুন্জ-২ আবাসিক এলাকার ২ নং রোডের ১৪ নং প্লটটি দীর্ঘ ৪২ বছর যাবৎ ২য় ,৩য় ও ৪র্থ কিস্তি পরিশোধ না করায় অর্থাৎ কিস্তির অর্থ অপরিশোধ অবস্থায় (যা সংশ্লিষ্ট নথিতে একাধিক বার, একাধিক স্থানে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও),এমনকি কিস্তি জালিয়াতির পাশাপাশি নিম্নে উল্লিখিত অসংখ্য প্রমানিত জালিয়াতি থাকা সত্ত্বেও জেনে, শুনে, বুঝে, স্ব- জ্ঞানে, সুস্থ মস্তিস্কে ঘোষের বিনিময়ে বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হওয়া স্বত্ত্বেও বরাদ্দ বাতিল না করে জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজনকৃত ভূয়া কিস্তির রশিদ ব্যবহার করে ওয়ারিশদের নামে নামজারী,আম-মোক্তার নিয়োগ, স্বামী-স্ত্রীর নামে আলাদাভাবে বরাদ্দকৃত তিনটি প্লট বহালকরণ, দখল হস্তান্তর, লীজ দলিল রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন প্রদান ও বিক্রয়ের অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমানকসহ অভিযোগ দাখিল।

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়িত নিকুন্জ-২ আবাসিক এলাকার ২ নং রোডের ১৪ নং প্লটটি জনাব আব্দুস সাত্তার এর নামে ১৪/০২/১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখে চুড়ান্তভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিষয়ে উল্লিখিত প্লটের কিস্তিসহ অন্যান্য জালিয়াতি প্রমানকসহ ধাপে ধাপে বর্ননা করছিঃ-

চুড়ান্ত বরাদ্দ পত্রে উল্লিখিত কিস্তির ধার্যকৃত অর্থ ও পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ বিবরণী (অভিযুক্ত প্লটের ক্ষেত্রে পরিশোধ হয়েছে কী না? হলে কত তারিখ? (প্রমানক সংযুক্ত):-

কিস্তির ক্রম	কিস্তির অর্থের পরিমান (টাকা)	পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ	অভিযুক্ত প্লটের ক্ষেত্রে পরিশোধ হয়েছে কী না? হলে কত তারিখ?
প্রথম কিস্তি	৬,৬৬৭/- (সুদবিহীন)	৩১/০৩/১৯৮৫ খ্রি:	যথাসময়ে পরিশোধ
২য় কিস্তি	১৬,৪৪৪/-(সুদসহ)	৩১/০৩/১৯৮৬ খ্রি:	**অপরিশোধ**
৩য় কিস্তি	১৪,৬৬৭/-(সুদসহ)	৩১/০৩/১৯৮৭ খ্রি:	**অপরিশোধ**
৪র্থ কিস্তি	১২,৮৮৯/-(সুদসহ)	৩১/০৩/১৯৮৮ খ্রি:	**৪২ বছর পর ১৮/০৫/২০২২ সালে পরিশোধ করা হয়েছে যা বিধি বহির্ভূত।বিধি অনুযায়ী বরাদ্দ পত্রে উল্লিখিত**

		সময় হতে ৭ বছর পর্যন্ত পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। কখনো কোন আইনে ৪২ বছর পর পরিশোধ করার বিধান বা নজীর ছিলনা কিংবা এখনো নেই।

উপরে উল্লিখিত সময়সুচী অনুযায়ী কিস্তির অর্থ বাধ্যবাধকতা থাকলেও অত্র বরাদ্দ গ্রহীতা ২য় ,৩য় ও ৪র্থ কিস্তি পরিশোধ না করেও অর্থাৎ কিস্তির অর্থ অপরিশোধ অবস্থায় (যা সংশ্লিষ্ট নথিতে একাধিক বার, একাধিক স্থানে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও) জেনে, শুনে, বুঝে, স্ব জ্ঞানে, সুস্থ মস্তিস্কে রাজউকের বর্তমান চেয়ারম্যান তার অধীনস্তদেরকে (সংশ্লিষ্ট নথি উপস্থাপনকারী হতে সদস্য এস্টেট পর্যন্ত প্রায় সবাইকে তবে দু-একজন ব্যাতিত) চাপ দিয়ে নথিতে পজিটিভ আকারে অর্থাৎ সকল কিস্তি সঠিক সময়ে পরিশোধ এমনকি নথির অন্য সব তথ্য সঠিক আছে লিখে সদয় অনুমোদনের প্রস্তাব উপস্থাপন করতে বাধ্য করিয়ে ইতোমধ্যে উক্ত প্লটটি ওয়ারিশদের নামে নামজারী ,আম মোক্তার নিয়োগ, স্বামী-স্ত্রীর নামে আলাদাভাবে বরাদ্দকৃত তিনটি প্লট বহালকরণ, দখল হস্তান্তর, লীজ দলিল রেজিষ্ট্রিকরণ ও অন্যত্র বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের মত জঘন্য জালিয়াতি করেছেন।

অবশ্য কিস্তি পরিশোধের জাল রশিদ তৈরী করতে সংশ্লিষ্ট ঘোষখোর,অদক্ষ উপপরিচালক ,আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের ছেলে জনাব আসাদুজ্জামান বিশ্বাস এর মুখ্য ভুমিকা রয়েছে। জাল রশিদ তৈরীর কৌশলটি প্রমানকসহ এবার বর্ণনা করছিঃ-

ক) অভিযুক্ত প্লটের নথিতে দাখিলকৃত ২য় কিস্তির ব্যাংক রশিদ নং-১২৭৬, তারিখ-১/২/১৯৮৭ খ্রিঃ,সোনালী ব্যাংক,ডি আই টি শাখা (পত্র পৃষ্ঠা-১৬ এ রক্ষিত)। উক্ত রশিদের মাধ্যমে জমাকৃত টাকার পরিমান-১৬,৪৪৪/- যা প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্ত প্লটের বিপরীতে জমাকৃত কিস্তির রশিদ নয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত ২য় কিস্তির ব্যাংক রশিদটি রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়িত একই আবাসিক এলাকা অর্থাৎ নিকুন্জ-২ আবাসিক এলাকার ,কবি ফারুক স্মরনী রোডের, ৩নং প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব মন্জুরুল হক কর্তৃক তার নামে বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে জমাকৃত কিস্তির রশিদ (যা মন্জুরুল হক এর নথির পত্র পৃষ্ঠা-৩২ এ রক্ষিত আছে)। জনাব মন্জুরুল হক কর্তৃক তার নামে বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে জমাকৃত কিস্তির রশিদটি ফটোকপি করে টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও প্লট নাম্বার পরিবর্তন করে অভিযুক্ত প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও নাম্বার বসিয়ে প্লটের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ছে (প্রমানক সংযুক্ত)।

খ) অপরদিকে অভিযুক্ত প্লটের নথিতে দাখিলকৃত ৩য় কিস্তির ব্যাংক রশিদ নং-১৬৮, তারিখ-২/১/১৯৮৮ খ্রিঃ, সোনালী ব্যাংক,ডি আই টি শাখা (পত্র পৃষ্ঠা-২০ এ রক্ষিত)। উক্ত রশিদের মাধ্যমে জমাকৃত টাকার পরিমান-১৪,৬৬৭/- যা প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্ত প্লটের বিপরীতে জমাকৃত কিস্তির রশিদ নয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত ৩য় কিস্তির ব্যাংক রশিদটি রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়িত একই আবাসিক এলাকা অর্থাৎ নিকুন্জ-২ আবাসিক এলাকার ,কবি ফারুক স্মরনী রোডের, ৩নং প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব মন্জুরুল হক কর্তৃক তার নামে বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে জমাকৃত কিস্তির রশিদ (যা মন্জুরুল হক

এর নথির পত্র পৃষ্ঠা-৩১ এ রক্ষিত)। জনাব মন্জুরুল হক কর্তৃক তার নামে বরাদ্দকৃত প্লটের বিপরীতে জমাকৃত কিস্তির রশিদটি ফটোকপি করে টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও প্লট নাম্বার পরিবর্তন করে অভিযুক্ত প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও প্লট নাম্বার বসিয়ে প্লটের সমুদয় কিস্তি পরিশোধ দেখিয়ে প্লটের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ছে (প্রমানক সংযুক্ত)।

গ) অভিযুক্ত প্লটের ৪র্থ কিস্তি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ ৩১/০৩/১৯৮৮ ধার্য্য ছিল। নির্ধারিত তারিখ ৩১/০৩/১৯৮৮ এর মধ্যে পরিশোধ না করে ৪২ বছর পর ২০২২ সালে পরিশোধ করা হয়েছে যা বিধি বহির্ভূত। প্লট বরাদ্দ বিধি-২০২৪ অনুযায়ী বরাদ্দ পত্রে উল্লিখিত সময় হতে ৭ বছর পর্যন্ত অতিরিক্ত কিছু সুদসহ পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। কখনো কোন আইনে ৪২ বছর পর পরিশোধ করার বিধান বা নজীর ছিলনা কিংবা এখনো নেই। অত্র প্লটের ক্ষেত্রে ৪র্থ কিস্তি ও যথাযথভাবে পরিশোধ হয়নি।

কিস্তি পরিশোধের রশিদ জালকরনের পাশাপাশি অত্র প্লটের নথির আরো কিছু জালিয়াতি প্রমানকসহ বর্ণনা করছিঃ-

১) অভিযুক্ত প্লটের নথির নোট অনুচ্ছেদ ২৫ হতে ৩০ পর্যন্ত প্রদত্ত এম আই এস শাখার মতামত জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজনকৃত (প্রমানক সংযুক্ত)।

২) অভিযুক্ত প্লটের নথির পত্র পৃষ্ঠা -৯/ক তে রক্ষিত ক্ষতিগ্রস্ত মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহন শাখা হতে প্রাপ্ত এওয়ার্ড সনদটি জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজনকৃত।

৩) অভিযুক্ত প্লটের নথির পত্র পৃষ্ঠা-১৮৩ তে রক্ষিত ওয়ারিশদের হাজিরা গ্রহন সীটে একজন ওয়ারিশ মো: আলাউদ্দিন স্বাক্ষর করেন ০৬/০২/২০২২ সালে কিন্তু মজার ব্যাপার হল উক্ত ওয়ারিশ মারা যান কয়েক বছর পুর্বেই। মারা যাওয়ার প্রমান পত্র পাওয়া যাবে তার নামে (মো: আলাউদ্দিন) বরাদ্দকৃত প্লটের (নিকুন্জ-২ আবাসিক এলাকার ২ নং রোডের ১২ নং প্লট যা পরবর্তিতে পরিবর্তন করে বারিধারা জে ব্লক আবাসিক এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

৪) অভিযুক্ত প্লটের নথির পত্র পৃষ্ঠা-৯৬ ও ১০১ এ রক্ষিত ওয়ারিশদের দাখিলকৃত আবেদনে ওয়ারিশগন উল্লেখ করেছেন যে উক্ত প্লটের কেবল প্রথম কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। অন্য কোন কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি তা সত্ত্বেও অভিযুক্ত প্লটের নথির নোট অনুচ্ছেদ ৬৪, পত্র পৃষ্ঠা ১৫৬ ও ১৫৭ তে রক্ষিত সারসংক্ষেপে সমুদয় কিস্তি পরিশোধ মর্মে নোট দেয়া হয় অথচ একই নথির পত্র পৃষ্ঠা ১১৫ তে রক্ষিত সারসংক্ষেপে কেবল প্রথম কিস্তি পরিশোধ মর্মে নোট দেয়া আছে।

৫) অভিযুক্ত প্লটের নথির পত্র পৃষ্ঠা-১৬৫ তে রক্ষিত আম মোক্তার দলিলের ৬ নং অনুচ্ছেদের ৫ নং প্যারাতে প্রথম কিস্তির অর্থের পরিমান লেখা ৩০,০০০/-; যার এম আর নং- ৪২১৭; তারিখ-১৪/২/১৯৮৫ সাল; ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি: যা সঠিক নয় কেননা চুড়ান্ত বরাদ্দ পত্রের (নথির পৃষ্ঠা ৯৫ এ রক্ষিত আছে) ০৪ নং শর্তানুযায়ী কিস্তির অর্থ কেবল সোনালী ব্যাংক, ডি আই টি শাখা, ঢাকায় এস টি ডি একাউন্ট-২০ এ জমা করিতে হইবে । কিন্তু অত্র প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা কীভাবে প্রথম কিস্তির অর্থ ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি: এ পরিশোধ দেখান তা কোন ভাবেই গ্রহনযোগ্য নয় কেননা প্লটের কিস্তির অর্থ ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি: এ জমা দেয়ার কোন অনুমতি ছিলনা অর্থাৎ এটি ভূয়া । অপরদিকে প্রথম কিস্তির পরিমান হবে ৬৬৬৭/- কিন্তু অভিযুক্ত প্লটের নথির পত্র পৃষ্ঠা-১৬৫ তে রক্ষিত আম মোক্তার দলিলের ৬ নং অনুচ্ছেদের ৫ নং প্যারাতে প্রথম কিস্তির অর্থের পরিমান লেখা ৩০,০০০/- অর্থাৎ এটিও জালজালিয়াতির মাধ্যমে সৃজনকৃত।

৬) অভিযুক্ত প্লটের নথির নোট অনুচ্ছেদ ০৭ এ উল্লেখ রয়েছে যে অত্র বরাদ্দ গ্রহীতা অত্র প্লটটির পাশাপাশি গুলশান- বনানী -বারিধারাতে একটি প্লটের বরাদ্দ রয়েছে বিধায় একটি প্রতিবেদন মন্ত্রনালয়ে পাঠানো যেতে পারে যা আজো বাস্তবায়ন হয়নি।

৭) অভিযুক্ত প্লটের নথির পত্র পৃষ্ঠা-৩০ হতে ৩৭ পর্যন্ত রক্ষিত ওয়ারিশান সনদ ভূয়া যা জালজালিয়াতির মাধ্যমে সৃজিত।

৮) অভিযুক্ত প্লটের নথির নোট অনুচ্ছেদ ১৫১ হতে ১৬১ পর্যন্ত প্রেষণে নিয়োজিত সাবেক পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-১) অত্র নথির সমস্ত ত্রুটি লিখিতভাবে তুলে ধরে নির্দেশনা চাওয়ার পর উক্ত পরিচালককে বর্তমান রাজউক চেয়ারম্যান জনাব রিয়াজুল ইসলাম ইন্সট্যান্ট উক্ত দপ্তরের দায়িত্ব বাতিল করে দিয়ে চেয়ারম্যানের অনুসারী একজন পরিচালককে উক্ত পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-১) এর দায়িত্ব প্রদান করেন। পরিবর্তিত পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-১) জনাম মো: মিজানুর রহমান ওরফে ডলার মিজান (তনি বিসিএস ২৫ ব্যাচের একজন উপসচিব,বর্তমানে রাজউক হতে বীমা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে বদলিকৃত) সব ত্রুটি খন্ডিয়ে নোট এই মর্মে নোট দেন যে সব ঠিক আছে সদয় অনুমোদন দেয়া যায়। এমনকি কিস্তির বিষয়ে লেখেন যে ব্যাংক মৌখিকভাবে জানিয়েছেন কিস্তি পরিশোধ সঠিক আছে। অথচ এ কথার কোন ভিত্তি নেই। যার প্রেক্ষিতে উক্ত জালিয়াতির প্লটের সমস্ত কার্য্যক্রম যেমন ওয়ারিশদের নামে নামজারী, আম-মোক্তার নিয়োগ,দখল হস্তান্তর,লীজ দলিল রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন প্রদান ও বিক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৯) কর্তৃপক্ষের ২৫/২০২৪ তম সাধারণ সভার (যে সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্তমান রাজউক চেয়ারম্যানের ইমিডিয়েট পূর্বের চেয়ারম্যান) সিদ্ধান্ত নং ১৫.৩ অনুযায়ী অভিযুক্ত প্লটের নথির সমস্ত ত্রুটির বিষয়ে তদন্ত করে মতামত দেয়ার জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হলেও কমিটির মতামত না নিয়ে পাশ কাটিয়ে অত্র প্লটের সমুদয় কাজের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১০) অভিযুক্ত প্লটের নথির পত্রপৃষ্ঠা ১১১ হতে ১১৩ তে রক্ষিত ব্যাংক স্টেটম্যান্টসমুহ জালভাবে সৃজিত। কারণ জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থের পরিমান লেখা ১০,০০০/-(দশ হাজার) কিন্তু টোটাল পরিমান লেখা ১,০০০/-(এক হাজার)(পত্র পৃষ্ঠা-১১১)। ১ম কিস্তি বাবদ জমাকৃত অর্থের পরিমান লেখা ৬,৬৬৭০/-(ছেষট্টি হাজার ছয়শত সত্তর টাকা) কিন্তু টোটাল পরিমান লেখা ১,০০০/-(এক হাজার)। অর্থাৎব্যাংক স্টেটম্যান্টসমুহ জালভাবে সৃজন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব রিয়াজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নিকুন্জ-২ আবাসিক এলাকার ২ নং রোডের ১৪ নং প্লটটির ২য় ,৩য় ও ৪র্থ কিস্তি পরিশোধ না করেও অর্থাৎ কিস্তির অর্থ অপরিশোধ অবস্থায় (যা সংশ্লিষ্ট নথিতে একাধিক বার, একাধিক স্থানে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও) এমনকি কিস্তি জালিয়াতির পাশাপাশি উপরে উল্লিখিত অসংখ্য প্রমানিত জালিয়াতি থাকা সত্ত্বেও জেনে, শুনে, বুঝে, স্ব জ্ঞানে, সুস্থ মস্তিস্কে ঘোষের বিনিময়ে বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হওয়া স্বত্ত্বেও বরাদ্দ বাতিল না করে জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজনকৃত ভূয়া কিস্তির রশিদ ব্যবহার করে ওয়ারিশদের নামে নামজারী, আম-মোক্তার নিয়োগ, স্বামী-স্ত্রীর নামে আলাদাভাবে বরাদ্দকৃত তিনটি প্লট বহালকরণ ,দখল হস্তান্তর,লীজ দলিল রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন প্রদান ও বিক্রয়ের অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে দাখিলকৃত সুনির্দিষ্ট প্রমানকসহ অভিযোগ তদন্ত করে জালিয়াত,ঘোষখোর সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানসহ পাশাপাশি উক্ত প্লটটি বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ।

নিবেদক

রাজউক এর উত্তরা এস্টেট শাখার কর্মচারীবৃন্ধ।